হেন কালে করি যদি রাজার অব্যাহতি
দুষিতে থাকিবে মোর যশের খেয়াতি।
দশরথ মহারাজ ধর্ম্ম অধিষ্ঠান
হেন রাজা হারায় প্রাণ মোর বিদ্যমান
কাতর হইয়াছে রাজা ভুমিতে পড়িতে
হেন কালে পক্ষিরাজ দুই পাখা পাতে।
পক্ষ পাতি রহিল জটায়ু মহাবীর
তাহার উপর দশরথ রাজা হৈল স্থির।
স্থির হৈয়া দশরথ রথে যোতে ঘোড়া
ধ্বজা আর পতকা বান্ধে দিয়া যোড়া২।
সারথি ঘোড়ার গায় মারিলেক চাট
আরবার চলে ঘোড়া আকাশের বাট।
রাজা বলে শনি জেনা থাকুক এইখানে
প্রাণ রাখিলে মোর এই কোন জনে।
রঘু পিতামহ কিবা সেই অজ পিতা
এমন বিপদে করে এত বড় চিন্তা।
তুলিলেন পক্ষিরাজে রথের উপরে
মধুর সম্ভাষে রাজা জিজ্ঞাসিল তারে।

আছাড় খাইয়া মরি তাম ভুমিতলে
হেন কালে তুমি মোর হৈলে অনুকুলে।
কোন দেশে থাক তুমি কাহার নন্দন
পরিচয় দেহ মোরে তুমি কোন জন।
পক্ষিরাজ বলেন আমি গৃধিনীর জাতি
মোর জ্যেষ্ঠ ভাই পক্ষিরাজ যে সম্পাতি।
জটায়ু নাম ধরি আমি গরুড়নন্দন
অন্তরিক্ষে ভ্রমি আমি ওপার গগন।
আছাড় খাইয়া পড় দেখি বিদ্যমান
পক্ষ পাতি রাখিলাম তোমার রথখান।
দশরথ বলে পক্ষী তুমি মোর মিত
প্রাণ দান দিলে মোর বড় কৈলা হিত।
রথের চন্দন কাষ্ঠ খসাইয়া আনি
চন্দন কাষ্ঠেতে রাজা জ্বালিল আগুনি।
দুই জনে মৈত্র করে অগ্নি করি সাক্ষী
দশরথের মৈত্র হইল জটায়ু পক্ষী।

জটায়ু পক্ষির কথা শুনে যেই জন
সর্ব্বত্র তাহার জয় করেন নারায়ন।
বিদায় করিয়া পক্ষী গেল সেই দেশে
আদি কাণ্ড গাইল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাসে।

আরবার গেল রাজা শনিবিদ্যমানে
দশরথ দেখি শনি ত্রাস পাইল মনে।
শনি বলে দশরথ আইলে আরবার
মোর দৃষ্টে কেমনেতে পাইলা নিস্তার।
সূর্য্যবংশের রাজা দশরথ নামে
ইহার ঘরেতে জন্ম নিবেন নারায়নে।
রাজচক্রবর্ত্তী রাজা বিষ্ণু অবতার
তেকারনে মোর দৃষ্টে পাইল নিস্তার।
চক্ষু বুজিয়া দশরথে শনি বলে
সম্মুখ ছাড়িয়া হের আইস পৃষ্ঠমূলে।
কোপদৃষ্টে সুদৃষ্টে যাহার পানে চাই
শরীরের কায থাকুক হৈয়া যায় ছাই।

পূর্ব্ব কথা কহি রাজা তাহে দেও মন
যেমতে শিবের পুত্র হৈল গজানন।
জন্ম নিলেন গণপতি গৌরীর নন্দন
দেখিবারে গেল তথা যত দেবগন।
দেবগন বলে মাতা আইল আদেশে
আইল সকল দেব শনি নাহি আইসে।
দুত পাঠাইয়া দিলেন আমার গোচর
গনেশ দেখিতে গেনু কৈলাশ শিখর।
শুভদৃষ্টে গিয়া যেই মুণ্ডপানে চাই
আমার দৃষ্টের দোষে হৈয়া গেল ছাই।
দেখিয়াত দেবগন হৈল চমকিত
পুত্রের মুণ্ড না দেখিয়ে পার্ব্বতী চিন্তিত।
দেবী বলেন এইখানে আছ দেবগন
আমার পুত্রের মুণ্ড নিলে কোন জন।
দেবগন বলেন শুন পার্ব্বতী মাতা
শনির দৃষ্টে ভস্ম হৈল গনেশের মাতা।
দেবগনের বাক্য শুনি কষিলে ভবানী
শুল হস্তে লইয়ে মারিতে যান শনি।

পলাইয়া যান শনি স্থান নাহি পায়
দেবতার আড়ালে গিয়া শনি যে লুকায়।
শূল হস্তেতে দেবী আইসে মহাকোপে
পার্ব্বতীর কোপ দেখি দেবগন কাঁপে।
সকল দেবতাগন করিছে স্তবন
আপনি সৃজিয়া শনি মার কিকারন।
তুমি আদ্যা শক্তি মাতা জগতের গতি
তোমার মহিমা বলে কাহার শকতি।
আপনি দিয়াছ বর পরম কৌতুকে
শনি যারে দেখে তার মাতা নাহি থাকে।
তোমার বর পাইয়া কৈল তোমাতে পরিক্ষা
তুমি যে মারিবে শনি কে করিবে রক্ষা।
ব্রহ্মা বলেন শনি মরে কিকারন
স্থির হও জিয়াইব তোমার নন্দন।
আজ্ঞা করিল ব্রহ্মা পবনের তরে
মুণ্ড কাটি আন যেবা উত্তর শিয়রে।
ইন্দ্রের ঐরাবত খাইয়া গঙ্গানীর
শয়ন করিয়া ছিল উত্তর শিয়র।

মুণ্ড কাটিয়া তার আনিল পবন
রক্ত মাংসে জিয়াইল হৈল গজানন।
মানুষের আকার হৈল করির বদন
দেখিয়ে পার্ব্বতী বড় দুঃখ হৈল মন।
সকল দেবতার পুত্র দেখিতে সুন্দর
গজমুখ বসিবেক তাহার ভিতর।
ব্রহ্মা বলে তোমার পুত্রে করিলাম রাজা
আগে গনেশের পূজা পিছে দেবের পূজা।
গনেশ থাকিতে যেবা অন্য দেব পুজে
পূর্ব্বধর্ম্ম নষ্ট তার সিদ্ধ নহে কাযে।
ঐরাবতের মুখে জিয়াইলে লম্বোদর
হস্তির শোকেতে কাঁদে দেব পুরন্দর।
উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়া দিল ঐরাবত হাতি
এই তিন দিয়া যোরে কৈলা সুরপতি।
আজ্ঞা করিলেন ব্রহ্মা পবনের তরে
মুণ্ড কাটি আন যেবা পশ্চিম শিয়রে।
পশ্চিম শিয়রে শুইয়া শ্বেত নামে মাথা
পবন কাটিয়া আনি দিল তার মাতা।

শুনি পাইয়া ঐরাবত গেল নিজ ঘরে
হেলায় আলস্য নাই পশ্চিম শিয়রে।
দেবিরে বিদায় করি গেল দেবগনে
গনেশের জন্ম শনি কহিল রাজনে।
শুভদৃষ্টে কোপদৃষ্টে যার পানে চাই
আমার দৃষ্টিতে কেহ রক্ষা পায় নাই।
মনুষ্য হইয়া তুমি আইস বারেবার
সূর্য্যবংশে জন্ম যেই পাইলা নিস্তার।
সূর্য্যবংশে জন্ম মোর সূর্য্যের কুমার
মোর বংশে জন্ম তেঞি পাইলা নিস্তার।
কিকারনে রাজা তুমি আইলে মোর পাশ
বর মাগ রাজা তুমি যে বা অভিলাস।
বলিতে লাগিল তখন দশরথ রাজন
রোহিনী তোমার দৃষ্টে নহে বরিষন।
শনি বলে আজি হৈতে ছাড়িনু রোহিনী
দেশের তরে চল রাজা দিলাম মেলানি।
আজি হৈতে তোমার রাজ্যে হৈবে বরিষন
ঘুষিবে তোমার যশ এ তিন ভুবন।

রোহিনী বৃষভরাশি হবে যেই জন
সেই রাজ্যেতে নাই মোর আগমন।
তুষ্ট হৈয়া রাজারে শনি দিল বর
শনির বর পাইয়া রাজা চলিল সত্বর।
সভা করি বসিল ইন্দ্র লয়ে দেবগন
ইন্দ্র দশরথ যে বসিল একাসন।
কহিলেন সকল কথা পুরন্দরের তরে
মানাইলেন শনি গ্রহ যে রূপ প্রকারে।
শুনিয়ে রাজার কথা ইন্দ্র দেব হাসে
এক্ষনে হইবে বৃষ্টি তুমি যাহ দেশে।
সাত দিন বৃষ্টি করি না করিব ঝড়
তোমার রাজ্যেতে দিবসমুদ্রের জল।
বিদায় হইয়ে রাজা গেল নিজ দেশে
আদি কাণ্ড গাইল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাসে।

আজ্ঞা করিল ইন্দ্র চারি মেঘের তরে
সাত দিন বৃষ্টি কর অযোধ্যা নগরে।

আবর্ত্ত সম্বর্ত্ত আর দ্রোণ পুষ্কর
চারি মেঘে বৃষ্টি করে অযোধ্যা নগর ।
নদ নদী সরোবর পূর্ণ হৈল জল
অনাবৃষ্টি ঘুচিল বৃক্ষেতে হৈল ফল ।
জল পাইয়া বৃক্ষ হইল জীবনাবধি
তপস্যার অন্তে যেন মনোরথ সিদ্ধি ।
দান ধ্যান সদা করে পুজালোক গণ
সুখে রাজা রাজ্য করে অযোধ্যা ভুবন ।
রাজ্য করে দশরথ যেন পুরন্দর
রাজার বয়স নয় হাজার বৎসর
সাত শত পঞ্চাশ দশরথের রমণী
কারু পুত্র নাই রাজা বড় অভিমানী ।
ভার্গব রাজার কন্যা ছিল এক জন
তার গর্ব্ভে এক কন্যা জন্মিল তখন ।
পরম সুন্দরী কন্যা অতি সুচরিতা
স্বর্ণমূর্ত্তি দেখি তার নাম থুইল হেমলতা ।
লোমপাদ নামে রাজা দশরথের সখা
অঙ্গ দেশে ঘর তার ধনের নাহি লেখা ।

দশরথের কন্যা হৈল লোকমুখে শুনি
আপনার ঘরে লয়ে গেল কন্যাখানি।
সত্য করিয়াছেন করিতে নারে আন
মহাপুন্যবান রাজা ধর্ম্ম অধিষ্ঠান।
দশরথের কন্যা রহিল লোমপাদের ঘরে
দশরথ রাজ্য করে অযোধ্যা নগরে।
দৈবের নির্ব্বন্ধ আছে না যায় খণ্ডন
মৃগয়া করিতে রাজা করেন গমন।
হস্তী ঘোড়া রাজার চলিল শতেং
মৃগ চাহিয়া রাজা বেড়ান বনেতে।
ভ্রমিয়া বেড়ান রাজা নিবিড় কানন
অন্ধকের তপোবনে দিল দরশন।
শ্রমযুক্ত হৈয়া রাজা বসিল বৃক্ষতলে
দিব্য সরোবর দেখে আর দিব্য জলে।
অন্ধক মুনির পুত্র সিন্ধু নাম মুনি
কোশা করি ভরে সে সরোবরের পানি।

কোপার মুখে বুক২ শব্দ করে পানি
রাজা বলে জল পান করিছে হরিনী।
পাতা লতা খাইয়ে আসেছে সরোবর
তাহারে বধিতে রাজা যুড়িলে ধনুঃশর।
শব্দভেদী বান রাজা শব্দ পাইলে হানে
মুনি না দেখিয়ে বান এড়িল রাজনে।
মৃগ বলি এড়ে বান মৃগ নাহি দেখি
বানে মুনি মারে রাজা দেরি নাহি রাখি।
মৃগ মারিয়াছি বলি রাজা ছাড়ে ডাক
বান বিদ্ধ হয় নাই হাতে পেলে তাক।
মৃগীর উদ্দিশে যেন চলিল আছিড়ি
মৃগী নহে মুনিপুত্র যায় গড়াগড়ি।
মুনিপুত্রের বুকে দেখে গিয়া বান
মহাত্রাসে দশরথের উড়িল পরান।
বুকে বান বাজিয়াছে কথা নাহি সরে
জল দেহ বলে মুনি হাতের অনুসারে।
রাজা অঞ্জুলি করি দেয় সরোবরের পানি
জল মুখে দিলেন চেতন পাইল মুনি।

মাতায় হাত মারে রাজার অনুতাপ।
ব্যাকুল দেখিয়া মুনি নাহি দিল শাপ।
মুনি বলে দশরথ ভয় নাহি মন
তোমারে শাপ দিয়া সাধিব কত দিন।
কপালেতে যা থাকে তা না যায় খণ্ডনে
পূর্ব্ব জন্মের কথা পড়ে গেল মনে।
পূর্ব্বে ছিলাম আমি রাজার কুমার
শুন আর বাঁটুলে পক্ষী মারি নিরন্তর।
ঘুঘু ঘুঘরী পক্ষী বসি এক ডালে
ঘুঘু পক্ষীর তরে মারিনু বাঁটুলে।
ব্যর্থ না গেল সেই পক্ষীর বচন
তেঞি তোমার বানে হইল আমার মরণ।
প্রাণ লইলে মোর কোন অপরাধে
আমারে মারিয়া বড় পড়িলে প্রমাদে।
অন্ধ পিতা মাতা মোর শ্রীফলের বনে
আজি তাঁরা মরিবেন আমার বিহনে।
এই বড় দুঃখ মোর হইলত মনে
মরণকালে দেখা নাহি হৈল তার সনে।

অন্ধকের প্রাণ হইয়াছিলাম আমি
ক্ষুধায় ফল দিতাম তৃষ্ণায় দিতাম পানি।
আর কেবা ফল জল দিবেক তাহাকে
অনাহারে মরিবেক আমা পুত্রশোকে।
এই সত্য দশরথ করহ আপনে
আমা লয়ে যাও তুমি পিতা মাতার স্থানে।
ইহা বৈ তোমার নাহিক প্রতিকার
নহে সৃষ্টি নাশ হবে মজিবে সংসার।
মরনকালে সিন্দু মুনি নারায়নে ডাকে
নারায়ন বলে মুনি মরে রক্ত ওঠে মুখে।
তাহা দেখি দশরথ হৈল কম্পবান
বুকে হইতে মনির খসাইল বান।
আপনা খাইয়া আইলাম মৃগী মারিবারে
ব্রহ্মহত্যা হৈল আজি আমার উপরে।
মরা মুনি তুলে রাজা লইল কাঁধেতে
অন্ধকের বনে আইল কাঁদিতে২।
হেতা তপোবনে বসি অন্ধক অন্ধকী
বাম নেত্র ভুজ স্পন্দে অমঙ্গল দেখি।

ব্রাহ্মণী বলেন শুন ঠাকুর ব্রাহ্মণ
আজি কেন পুত্রের বিলম্ব এতক্ষন।
ব্রাহ্মণ বলেন শুন পাগল ব্রাহ্মণী
আর দিন নিকটে পাইত ফল পানি।
আজি বুঝি গিয়াছেন দূর কানন
তেকারনে বিলম্ব হইল এতক্ষন।
এই কথা বার্ত্তা তাঁরা কহেন দুই জন
মরা কোলে করি গেল শ্রীফলের বন।
শুকান শ্রীফলের পাতা মচ২ করে
ব্রাহ্মণ বলেন এই পুত্র আইল ঘরে।
চক্ষু নাই দুই জন দেখিতে না পায়
আইস পুত্র বলিয়া ডাকিছে ওত্তরায়।
কালিকার ওপবাস করিব পারণ
ফল জল দেহ বাপু রাখহ জীবন।
দুই জন ডাক ছাড়ে রাজার তরাস
আদি কাণ্ড রচিল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস।

পুত্র যদি হও তবে খাইয়ে আইস ঘরে
আগু হইতে না পারে পাছু যায় ফিরে২।
চিন্তিত অন্ধক মুনি জন্মিল বিশ্বাস
কিবা মাতা পিতার সঙ্গে কর উপহাস।
দেখিতে না পায় মুনি বসিল ধেয়ানে
সকল জানিল মুনি ধ্যানের কারনে।
দুই চক্ষে লোহ পড়ে মাতার মারে হাতে
মোর পুত্র মরিয়াছে দশরথের হাতে।
অন্ধ মুনি বলে এস রাজা দশরথে
মরা পুত্র আনিয়াছ আমাকে দেখাতে।
আর কিবা দশরথ শাপ দিব তোকে
এইমত তোমার প্রান যাউক পুত্রশোকে।
পুত্রশোকে মরিব মোরা ব্রাহ্মন ব্রাহ্মনী
পুত্রশোকে যন্ত্রনাতে প্রান দিয় তুমি।
এত শাপ দিলেন অন্ধক নৃপবর
মুনি শাপ দিল যদি রাজার উপর।
শুভমস্তু করি রাজা বন্দিলেক মাতে
আমার প্রান যাউক পুত্রমুখ দেখিতে।

তুমি দেখি যেন মুনি বিষ্ণুর সমান
তোমার বোল সত্য হওক কভু নহে আন।
তোমার শাপে মুনি মোর হরিষ অন্তর
শাপ নহে হইল মোর এই পুত্রবর ।
অন্ধক বলে দশরথ অপুত্রক আছে
পুত্রশোকে শাপ দিনু বর করি বাঞ্ছে ।
ধ্যানেতে জানিল অন্ধক তপোধন
ইহার ঘরেতে জন্ম নিবেন নারায়ন।
যাহ দশরথ তোমারে দিলাম বর
চারি পুত্র তোমার হবেন গদাধর।
মোর শাপে পুত্রশোকে তোমার মরণ
পুত্র হৈলে এগার বৎসর তোমার জীবন।
ব্যর্থ না হয় কভু মুনির বচন
মুনির শাপে হইল মোর অন্ধক লোচন।
পুর্ব্বকথা কহি রাজা তাহে দেহ মন
যে শাপে হইল মোর অন্ধক লোচন।
ত্রিজটা মুনির দুই চরন তাগার
ভিক্ষা মাগিতে আইল মোর বাপের ঘর ।

মুনি দেখি মোর বাপ উঠিল সম্ভ্রমে
পাদ্য অর্ঘ্য দিল তারে বসিতে আসনে।
জিজ্ঞাসা করেন তারে কিহেতু গমন।
ভিক্ষাহেতু আইলাম তোমার সদন।
কালি হইতে আমি আছি উপবাসী
ভোজন করাহ মোরে তুমিত মহর্ষি।
অতিথি করিয়া বাপা করাইল ভোজন
বিদায় হইয়া মুনি যান তপোবন।
এই কালে বাপা আসি কহিল আমারে
দণ্ডবৎ করহ মুনির পদতলে।
গোদা পা দেখিয়ে মোর ঘৃণা হৈল মনে
এমন পায়ের ধুলা লইব কেমনে।
দুই চক্ষু বুজিয়ে লইলাম পদধুলি
ভব সিদ্ধি বলি মুনি আশীর্বাদ বলি।
ব্যর্থ নাহি হয় সেই মুনির বচন
এই হেতু হৈল মোর অন্ধক লোচন।
তেঞিমত করিলেক আমার ব্রাহ্মণী
অন্ধক অন্ধকী করিয়ে গেল মুনি।

আমার বরেতে রাজা পুত্র বলি তান
শাপে বর হৈল রাজা হবে পুত্রবান।
এই সত্য দশরথ করিবে পালন
ঋষ্যশৃঙ্গ আনি কর যজ্ঞ আরম্ভন।
এক শ্রীফল মুনি পাইল বনেতে
সেই ফল দিলেন মুনি দশরথের হাতে।
এই ফলে জন্মিবেন দেব চক্রপানি
চরুর ভিতরে এই ফল দিও তুমি।
এতেক বলিয়া মুনি দশরথের তরে
কোথা আছে সিন্ধু পুত্র আনি দেহ মোরে।
মরা পুত্র ফেলে দিল রাজা দশরথে
পুত্র কোলে করি মুনি লাগিল কাঁদিতে।
চক্ষু নাহিক মুনি দেখিতে না পায়
কোলেতে করিয়ে গায়ে হস্ত বুলায়।
আছিলে যে পুত্র তুমি তপের সঞ্চারে
তোমার মরনে মরন হইল আমারে।
অন্ধকের নয়ন হয়েছিলে তুমি
ক্ষুধায় ফল দিতে তৃষ্ণায় দিতে পানি।

গুরুনিন্দা নাহি করি নহে সন্ধ্যাবাদ
দধির সংযোগে রাত্রে নাহি খাই ভাত।
জনম অবধি আমি পাপ নাহি জানি
তবে কেন অকালেতে হারালে পরাণী।
পুর্ব্বজন্মে কার কি করিল বিঘটন
গুরুনিন্দা করিনু কি হরিনু স্বাপ্য বীন।
এতেক বলিয়ে মুনি নারায়নে ডাকে
নারায়ন মন্ত্র জপি মরে পুত্রশোকে।
পতিব্রতা নাহি জিয়ে পতির মরনে
অন্ধকী ছাড়িল প্রাণ অন্ধকের সনে।
তিন মৃত লয়ে গেল সরোবরের তীরে
অগোর সুগন্ধ কাষ্ঠ আনিল বিস্তরে।
চিতা করিল রাজা ওত্তর শিয়রে
তিন জনে সোয়াইল তাহার ওপরে।
দুই জন দুই দিগে পুত্র মধ্যখানে
পোড়াইল তিন জনে বেড়া আগুনে।
চিতা পাখালিলেন সেই সরোবরের তীরে
কাঁদিয়া আইলেন রাজা অযোধ্যা নগরে।

ব্রহ্মহত্যা করি রাজা অজের নন্দন
অমনি কান্দিয়া গেল বশিষ্ঠের বন।
বশিষ্ঠ মুনি গিয়াছেন তপস্যা করিতে
বামদেব পুত্র তার আছেন ঘরেতে।
সকল কহিলেন রাজা বামদেবরে তরে
ব্রহ্মহত্যা করি আইলাম বনের ভিতরে।
ইহর প্রায়শ্চিত্ত করাহ মহামুনি
কেমনেতে ব্রহ্মহত্যায় মুক্ত হব আমি।
মুনি বলে অকালেতে নাহি যজ্ঞ দান
ব্রহ্মহত্যায় কেমনে হৈবে পরিত্রান ।
বিচার করয়ে মুনি লয়ে বেদ পুরান
বাল্মীকি যে মন্ত্র জপে পাইল পরিত্রান।
শুচি হইয়া তিন বার বলাইল রাম
ব্রহ্মহত্যা পাপে রাজা পাইল পরিত্রান
মুক্ত হইয়া রাজা গেলেন নিজ ঘরে
সন্ধ্যায় আইল ঘর বশিষ্ঠ মুনিবর।
ফল মূল খাইয়া মুনির সুস্থ হৈল মন
কথা বার্ত্তা পিতা পুত্রে কন দুই জন।

বাপের তরে বামদেব লাগিল কহিতে
ব্রহ্মহত্যা করি আইল রাজা দশরথে।
অন্ধক মুনির পুত্র সিন্ধু মুনি নামে
তারে মারি আইল রাজা শব্দভেদী বানে।
লোটাইয়া ধরিল রাজা আমার চরন
ব্রহ্মহত্যা পাপ মোর কর বিমোচন।
অকালে কিছুই নাই হয় যজ্ঞ দান
তিন বার রাজাকে বলানু রামনাম।
জল ফেলাইয়া যেন দিল তপ্ত তৈলে
কুপিলেন বশিষ্ঠ মুনি শুনি পুত্রের বোলে।
এক রাম নামে কোটি ব্রহ্মহত্যা হরে
তিন বার রামনাম বলালি রাজারে।
মোর পুত্র হৈয়া তোর এমন কদাচার
যাহ রে তুমি বামদেব হওগা চণ্ডাল।
লোটাইয়া ধরিল মুনি বাপের চরন
মুক্ত হইব কেমনে কহ বিবরন।
মুনির দেহেতে কোপ না থাকে অনুক্ষন
বলিতে লাগিলেন বশিষ্ঠ তপোধন।

যে রামনামতুমি বলালে রাজারে
সেই রাম জন্ম নিবেন দশরথের ঘরে।
গঙ্গাস্নানে যখন যাবেন রঘুনাথে
সেইখানে রামকে তুমি আগুলিবে পথে।
তাহার চরন তুমি করিহ পরশন
তখনি হইবে মুক্ত চণ্ডাল জনম।
এতেক বলিল তাকে বশিষ্ঠ মহামুনি
গুহক চণ্ডাল হৈয়া রহিলেন তিনি।
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষন
আদি কাণ্ড গাইলেন অন্ধকের ওপাখ্যান।

রাজ্য করে দশরথ যেন পুরন্দর
স্বর্গেতে অসুর হৈল নামেতে সম্বর।
সম্বর হইলেন দেবগনের বৈরি
অমরাবতী জিনি নিল বৈজয়ন্তী পুরী।
তার ভয়ে স্বর্গে দেব রহিতে না পারি
ইন্দ্র বলেন ব্রহ্মা কোন বুদ্ধি করি।

ব্রহ্মা বলেন আন গিয়া রাজা দশরথে
সম্বর অসুর মরিবেক তার হাতে।
আপনি আইল ইন্দ্র অযোধ্যা নগর
পাদ্য অর্ঘ্যে দশরথ পুজে পুরন্দর।
ইন্দ্র বলে দশরথ তুমি মোর মিত
ঠেকিয়াছি শঙ্কটে রক্ষা কর মোর হিত।
সম্বর নামেতে অসুর তারে মুই হারী
খেদাড়িয়া দেবগন নিল স্বর্গপুরী।
আমার সহায় হৈয়া যদি কর রন
তোমার প্রসাদে তবে বাঁচে দেবগন।
শুনিয়ে ইন্দ্রের কথা দশরথ হাসে
সম্বর মারিগে আমি তুমি যাহ বাসে।
এতেক শুনিয়ে ইন্দ্র গেলেন স্বর্গেতে
সম্বর মারিতে রাজা সাজে দশরথে।
সাজ২ বলিয়ে পড়িয়ে গেল সাড়া
রাহুত মাহুত সাজাছে হাতি ঘোড়া।
মুদ্গর মুষল কেহ কাটিছে কামান
ধানুকি সাজিছে রথে লয়ে ধনুক বান।

সাজিলে কটক সব নাহি দিশপাস
কটকের পদধুলি লাগিল আকাশ।
গায়েতে পরিল সোনা মাতায় টোপর
ধনুক ধান হাতে রাজা বেরিল সত্বর।
রথ লৈয়া যোগাইল রথের সারথি
রথে চড়ি দশরথ চলে শীঘ্রগতি।
দৈত্য জিনিতে রাজা করিল গমন
দশরথে দেখিয়ে কাঁপিল ত্রিভুবন।
চতর্দোলের উপর রাজা চলে কুতুহলে
রথ অশ্ব পদাতি চলে দড়েদড়ে।
উত্তরিল গিয়া রাজা ইন্দ্রের নগরী
দেখিয়ে রাজার সাজ দৈত্যগনে বেড়ি।
রাজার উপরে মারে জাটি ঝকড়া
অমরাবতী জোড়াইল রথের ভাঙ্গে চুড়া।
দশরথে বানে বিন্ধে করিল জর্জ্জর
ভঙ্গ দিল সেনা রাজা রহিল একেশ্বর।
কোপে কাঁপে দশরথ পুরিল সন্ধান
অস্ত্রাঘাতে দৈত্যসেনা ত্যজিল পরান।

নানা অস্ত্রবৃষ্টি করেন দশরথ
ঢাইল অমরাবতী পবনের পথ।
সম্বরের সেনাগন সমরে প্রখর
দশরথের সেনা বিন্ধে করে জর্জ্জর।
লক্ষ২ বান পূরে সম্বরের সেনা
অমরাবতী ঢাইয়া যেন পড়িছে ঝঞ্ঝনা।
গান্ধর্ব্বের অস্ত্র দশরথের পড়ে মনে
এমত অস্ত্রের শিক্ষা নাহি ত্রিভুবনে।
এক বানে প্রসবে গান্ধর্ব্ব তিন কোটি
আপনা আপনি রিপু করে কাটা কাটি।
আপনা আপনি করে বান বরিষন
এক বানে পড়িল সকল সেনাগন।
সম্বরের পড়িল সেনা রক্তেতে সাঁতার
দশরথের যুদ্ধে সেনা পড়িল অপার।
পড়িল সকল সেনা দৈত্য একেশ্বর
দশরথের বানে সেনা পড়িল বিস্তর।
দুই জন বানবৃষ্টি করে ঝাকে২
দুই জনার বানে অমরাবতী ঢাকে।

বাণেতে অমরাবতী হৈল অন্ধকার
দৈত্তার রনেতে রাজা না দেখে নিস্তার ।
শব্দভেদী দশরথ শব্দ পাইলে হানে
দেখিতে না পায় দৈত্য থাকে কোন খানে ।
কাল উপস্থিত দৈত্যের নিকট মরন
দুরে থাকি দশরথে করিছে তর্জ্জন ।
সম্বরের পাইয়া শব্দ রাজা পুরে বান
ছুটিল রাজার বান অগ্নির সমান ।
এড়িলেক বান রাজা তার শুন কথা
কাটে রাজা দশরথ সম্বরের মাতা ।
মনুষ্য হৈয়া মারিল অসুর সম্বর
দেব লইয়া সুখে রাজ্য পালে পুরন্দর ।
ইন্দ্র বলে দশরথ রক্ষা কৈলে মোরে
বর মাগ রাজা যেবা লয় অন্তরে ।
দশরথ বলে ইন্দ্র এই দেহ বর
যেন ব্রহ্মহত্যা না থাকে আমার উপর ।

শুনিয়া রাজার কথা ইন্দ্র দেব হাসে
সে পাপ তোমাতে নাই চল তুমি দেশে।
অন্ধক মুনির কথা অপূর্ব্ব কাহিনী
বাপ ব্রাহ্মন তার জননী শূদ্রানী।
এতেক শুনিয়া দশরথ আইল দেশে
আদি কাণ্ড গাইল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাসে।

পাত্র মিত্রের তরে রাজা দিলেন মেলানি
অন্তঃপুর দশরথ চলিল অমনি।
সভারে অধিক ভালবাসে কেকয়ীরে
বানেতে জর্জ্জর গেল কেকয়ীব ঘরে।
অস্ত্র সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখে সেই কালে
বিদ্যা শিখিয়া গেল রাজার গোচরে।
সেই মন্ত্র পড়ি রাজার জল দিল গায়
জ্বালা ব্যথা গেল দূরে শরীর জুড়ায়।
মৃত শরীরে যেন বসিল জীবন
মুহূর্ত্ত হইয়া রাজা বলিছেন তখন।

রাজা বলে প্রাণ রক্ষা করিলে আমার
তোমার সমান প্রিয়া কেহ নাহি আর।
বর মাগি লহ যেবা অভিষ্ঠ তোমার
কোন বিন ভাণ্ডারেতে নাহিক আমার।
এত যদি বলিলেন রাজা দশরথে
যুক্তি করিতে গেল কুজির সহিতে
মহারাজ মোর তরে দিতে চান বর
কি বর মাগিয়া লব রাজার গোচর।
পৃষ্ঠেতে কুজের ভার নড়িতে নারে চেড়ি
কুজ নহে তার সে বুদ্ধের চুবড়ি।
কুজি বলে এক্ষনে বরে নাহি প্রয়োজন
যখন কার্য্য থাকে বর মাগিব তখন।
কুজির বচন কেকয়ী না করিল আন
হাসিয়া কহিছে কথা রাজাবিদ্যমান।
কেকয়ী বলে আজি বরে নাহি প্রয়োজন
যখন বরে থাকে কার্য্য মাগিব তখন।
আমার সত্যেতে বন্ধি রহিলে গোসাঞি
যখন মাগিব বর তখন যেন পাই।

রাজা বলেন যখন বর চাবে দান
আচুক অন্যের কায দিব নিজ প্রাণ।
কেকয়ী কহে সত্যবন্ধি দেবগণ হাসে
না জানিয়া মৃগী যেন বন্ধি হৈল ফাঁসে।
এই সত্য পালিতে রাম যাবেন বন
ব্রহ্মা বলেন এত দিনে মরিল রাবন।
রাজ্য করে দশরথ হরষিত মন
পুত্রসমান করেন প্রজার পালন।
যখন যে হবে তাহা দিবে সব করে
নখব্রণ হৈল রাজার নখের ভিতরে।
কীর্ত্তিবাসের কথা অমৃতসমান
রামনাম বিনা যার মুখে নাহি আন।

ব্রণের ব্যথায় রাজা হইল কাতর
পাত্র মিত্র আনি রাজা বলিল সত্বর।
এই ব্যথায় আমার নিকট মরণ
সূর্য্যবংশে রাজা হৈতে নাহি এক জন।

ধন্বন্তরির পুত্র আইল পদ্মাকর নাম
আসিয়া রাজার তরে করিল প্রনাম।
শুভক্ষনে দেখে রাজা পাইবে নিস্তার
দুই মতে আছে রাজা ইহার প্রতিকার।
সামুকের ব্যঞ্জন খাও না করিহ ঘৃণা
নহে নখদ্বারে চুম্ব দেওক এক জনা।
রক্ত পুঁয স্রপিতেছে নখের দুয়ারে
তাহাতে চুম্ব দিতে কোন জন পারে।
অষ্ট প্রহর কেকয়ী রাজার কাছে থাকে
রাজা যত দুঃখ পায় কেকয়ী তাহা দেখে।
রাজার সেবা কেকয়ী করে রাত্রি দিনে
হেন কালে কেকয়ী বলে রাজা বিদ্যমানে।
স্বামী বিনে স্ত্রীলোকের অন্য নাহি গতি
আমি মুখে দিব যদি পাও অব্যাহতি।
যার ঘরে থাকে রাজা তার দায় লাগে
কেকয়ী শুইল গিয়া দশরথের আগে।
পাকিয়া আছিল সেই নখের বরণ
মুখের অমৃত পাইয়ে গলিল তখন।

সুস্থ হইল রাজা ব্যথা গেল দূরে
রক্ত পুঁয ফেলাও রাজা কেকয়ীরে বলে।
কর্পূর তাম্বূল প্রিয়া করহ ভক্ষনে
বর মাগে লহ যেবা ইচ্ছা যায় মনে।
হেন কালে বলে শুনি রাজার গোচর
যখন মাগিব আমি তখন দিও বর।
দুই বারে দুই বর রহিল তোমার ঠাঁই
যখন মাগিব বর তখন যেন পাই।
রানীর কথা শুনি রাজা দশরথ হাসে
আদি কাণ্ড রচিল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাসে।

রাজ্য করে দশরথ অনেক বৎসর
একচত্র মহারাজ যেন পুরন্দর।
পাত্র মিত্র ভাই বন্ধু সভাকারে আনি
বশিষ্ঠাদি আনাইল যত মহামুনি।
সভা করি বসিল যে রাজা দশরথে
অভিমান করি রাজা লাগিল কহিতে।

এত কাল হইল মোর না হৈল সন্ততি
পরকালে মোর কেমনে হৈবে অব্যাহতি।
পুত্র থাকিলে করে শ্রাদ্ধ তর্পন
আমার মরনে বংশে নাহি এক জন।
নয় হাজার বৎসর হৈল আমার বয়সে
এত কালে না হইল পুত্রের উদ্দেশে।
অপুত্রক আমি আমার মনে বড় দুঃখ
প্রভাতে না দেখে লোক অপুত্রের মুখ।
তর্পনের কালে আমি পিতৃলোক আনি
অঞ্জুলি করিয়ে দিই তর্পনের পানি।
শীতল জল উষ্ণ হয় নাকের নিশ্বাসে
তোমা হৈতে গেল বংশ জল দিবে কিসে।
বর দিয়াছিলেন অন্ধক মহামুনি
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি আনি যজ্ঞ কর তুমি।
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিবর কোন দেশে বৈসে
কার্য্য সিদ্ধ হয় যদি সেই মুনি আইসে।
কহিতে লাগিল বশিষ্ঠ মহামুনি
ঋষ্যশৃঙ্গের শুন জন্ম অপূর্ব্ব কাহিনী।

বিভাণ্ডকের তপস্যা দেখি ত্রিভুবন কাঁপে
ত্রিভুবন ভস্ম হয় যদি মুনি শাপে।
তপস্যা দেখিয়ে ইন্দ্র ভাবে মনেমন
পাঠাইয়া দিল ইন্দ্র দেবতা পবন।
বিভাণ্ডকের কাছে পবন লুকাইয়া থাকে
গাছের ফল খায় মুনি পবন তা দেখে।
ফলেতে অমৃত মাখি রাখিল পবন
ফলযোগে সুধা মুনি করিল ভক্ষন।
ফলের সহিতে অমৃত খায়ে মহামুনি
মহাবলবান মুনি হইল তখনি।
শুদ্ধদেহ পাইয়া সুধা মহাবলবান
তপস্যা করেন বনে চারিপানে চান।
তপস্যা করেন মুনি নর্ম্মদার জলে
উর্ব্বশী চলিয়ে যায় গগনমণ্ডলে।
অঙ্গের বসন তার বাতাসেতে উড়ে
দৈবযোগে মুনির দৃষ্টি তায় গিয়া পড়ে।
তাহাকে দেখিয়ে মুনি কামে অচেতন
আচম্বিতে রেত মুনির হইল স্খলন।

অস্তেব্যস্তে মুনি তাঁহা বীরে বাম হাতে
জলে থাকিয়ে রেত ফেলায় কুলেতে।
পুনর্ব্বার মুনি করিল আচমন
তপস্যা করেন বিভাণ্ডক তপোধন।
বিধির লিখন কভু না যায় খণ্ডনে
তৃষায় হরিনী জল খায় সেইখানে।
জল খাইয়ে হরিনী কুলেতে ঘাস চাটে
ঘাসের সহিত রেত সাম্বাইল পেটে।
দৈবযোগে হরিনী আছিল ঋতুমতী
মুনিবীর্য্য খাইয়া তিনি হৈল গর্ব্ভবতী।
দিনে২ গর্ব্ভ তার বাড়িল উদরে
ছয় মাসে প্রসব হৈল পশুব্যবহারে।
মনুষ্য আকার হৈল হরিনীবদন
পুত্র দেখিয়া হরিনী ভাবে মনেমন।
মনুষ্যের ডরে মোরা ভ্রমি বনেবন
আমার গর্ব্ভেতে হৈল শত্রুর জনম।

পুত্র ফেলাইয়া হরিণী গেল বন
অঙ্গুলী চুষিয়া শিশু ঘুচিল ক্রন্দন।
তপস্যা করিয়া বিভাণ্ডকের গমন
বনের ভিতরে শিশুর জানিল রোদন।
বালক দেখিয়া মুনি ভাবে মনেমন
মনুষ্য আকার দেখি হরিণীবদন।
ধ্যানে জানিল বিভাণ্ডক তপোবন
হরিণীর গর্ব্ভে হৈল আমার নন্দন।
পুত্র কোলে করিয়া মুনি গেল নিজ ঘরে
পুষ্পমধু দিয়া মুনি পোষেন তাহারে।
নবীন কুশের মূলে করাইল শয়ন
দিনেং বাড়েন বিভাণ্ডকের নন্দন।
পরম সুন্দর হৈল বিভাণ্ডকের বেটা
শাস্ত্রমুখ ধীরে সে কপালে শৃঙ্গফোটা।
কত কালেতে শৃঙ্গ ওঠিল কপালে
ঋষ্যশৃঙ্গ বলি নাম থুইল মুনিবরে।
আপনি জন্মিল শৃঙ্গ হরিণী ওদরে
ব্রহ্মার সমান যখন বেদ স্মরণ করে।

যারে বর শাপ দেন কভু নহে আন
তার আশীর্ব্বাদ হৈলে হবে পুত্রবান।
কীর্ত্তিবাসের কথা অমৃতসমান
রামকথা বিনা যার মুখে নাহি আন।

বশিষ্ঠের কথা যদি হৈল অবসান
সুমন্ত্র পাত্র বলে রাজা কর অবধান।
লোমপাদ নামে মুনি অঙ্গ দেশে ঘর
সেই মুনি আসিয়াছেন মুনির কোঙর।
দশরথ বলে পাত্র কহ বিবরণ
লোমপাদ মুনি আইল কিসের কারণ।
সুমন্ত্র বলে শুন দশরথ নৃপবর
রাজার দোষে অনাবৃষ্টি দ্বাদশ বৎসর।
ব্রাহ্মন পণ্ডিত রাজা আনেন সকল
আমার রাজ্যে অনাবৃষ্টি কি হেতু হইল।
অকুমারী কন্যা হইল ঋতুমতী
এই পাপে বৃষ্টি না হয় নরপতি।

মুনিগণ বলে যদি ঋষ্যশৃঙ্গ আইসে
পাপ দূর হয় আর দেবতা যে বৈসে।
নগরেতে লোমপাদ দিলেন ঘোষণা
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি আনি দিবে কোন জনা।
সেই মুনি আনি মোরে যেবা দিতে পারে
অৰ্দ্ধ রাজ্য আমি দিব তার তরে।
বুড়ি বসিয়া তথা ছিল এক জন
আমি আনি দিব সেই মুনির নন্দন।
স্ত্রী পুরুষভেদ সেই মুনি নাহি জানে
ভুলাইয়া আনিব সেই মুনির নন্দনে।
এক খানি নৌকা সাজি দেহত আমারে
ফলসহিত বৃক্ষ রোপ তাহার ভিতরে।
চৌদ্দ বৎসরের সেই মুনির সন্ততি
কৌতুকে ভুলাতে যাবে যুবতীসংহতি।
বাৰ্ত্তা শুনিয়া রাজা লোমপাদ হাসে
এই যুক্তি মুনিপুত্র আনি দিবে দেশে।
সুবর্ণের নৌকা রাজা করিয়া গঠন
বিচিত্র পতাকা তাহে করিলা সাজন।

নৌকার উপর সোনার ছইঘর
পরম সুন্দর নৌকা অতি মনোহর।
উপরেতে শোভা করে সুবর্ণের বারা
চারি ভিতে নাবে গজমুকুতার ঝারা।
নানা সন্দেষ দিলেন খাইতে রসাল
গুবাক নারিকেল দিল আম্র কাঁঠাল।
গঙ্গাজল তিন খণ্ড অমৃতের পুরি
বাছিয়া২ দিল পরম সুন্দরী।
কান্দিতে লাগিলেন সকল রূপসী
মুনির কোপানলে আজি হব ভস্মরাশি।
বুড়ি বলে কেন ভয় করিছ যুবতী
তোমরা সকল যাবে আমার সংহতি।
যখন শরীরে মোর আছিল যৌবন
কত শত ভুলায়েছি মহামুনিগণ।
নৌকা বাহিয়া যায় পরম হরিষে
নমুদা বাহিয়া যায় ঋষ্যশৃঙ্গের দেশে।

যেখানে তপস্যা করে বিভাণ্ডক মুনি
সেই বনে কন্যাগন বাহিল তরনী।
বিভাণ্ডক দেখিয়া সব কন্যাগন কাঁপে
ভস্মরাশি করে পাছে শাপ দিয়ে কোপে।
তপোবনে আছে যথা ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি
আসিয়া মিলিল তথা সকল রমনী।
নৌকা হইতে ওলে সকল রূপসী
তাল করতাল বীনা কেহ পুরে বাঁশি।
বুড়িকে বেড়িয়া গায় যতনারীগন
মুনির নিকটে গিয়া দিল দরশন।
যুবতীর মুখে গীত কোকিলের ধ্বনি
বেদ ছাড়িয়া মুনি যুবতীর গীত শুনি।
স্ত্রী পুরুষভেদ সেই মুনি নাহি জানে
মুনি বলে স্বর্গ হইতে আইল দেবগনে
ব্যস্ত হইয়া মুনি দ্বার হৈতে ওলে
দণ্ডবৎ করিল বুড়ির পদতলে।
মুনিপুত্র পায়ে পড়ে ধরি করে কোলে
বার ২ চুম্ব দিল বদন কমলে।

আইসং করি মুনি তা সভাকে বলে
এতেক বলিয়া মুনি আসন দিতে চলে ।
একখানি কুশাসন ছিল তার ঘরে
বৈস বলিয়া আনি দিলেন বুড়িরে ।
শ্রীবিষ্ণু বলিয়া বুড়ি ছুইল দুই কাণ
বিষ্ণুপূজা বিনা নাই করি জল পান ।
অন্য মুনির পারা আমার বুঝ মন
বিষ্ণুর প্রসাদ বিনা না করি ভক্ষণ ।
মুনি বলে হওক মোর ভাগ্য জীবন
এইখানে কর আজি বিষ্ণু আরাধন ।
দিব্য কুশাসন পাতি দিলেন বুড়িরে
পূজা করিতে বৈসে তাহার উপরে ।
চক্ষু ওলটিয়া বুড়ি নাকে দিল হাত
মুনি বলে বিষ্ণু আনি করিল সাক্ষাত ।
কতক্ষনে নাকের হাত ঘুচাইল তখন
প্রসাদ লহ বলি মুনিরে ডাকেন ঘনেঘন ।
মুনি বলে হওক মোর ভাগ্য জীবন
বিষ্ণুর প্রসাদ দেহ করিব ভক্ষন ।

ফল বলে হাতে দেন গঙ্গাজল নাড়ু
জল বলি খাওয়াইল মধু গাড়ু২ ।
মুনি বলে এই ফল কোথা গেলে পাই
সঙ্গে করি লৈয়া গেলে তবে সঙ্গে যাই ।
খাওয়াইল কামেশ্বর খাইতে সুস্বাদ
কামেশ্বর খাইয়া মুনি হইল উন্মাদ ।
কন্যাগণ বলেন খাইলে সন্দেষ
ইহার অধিক আছে মো সভার দেশ ।
মুনি বলে ইহার অধিক যদি পাই
তোমরা চলহ দেশ আমি সঙ্গে যাই ।
মদনে ভুলিল যদি মুনির নন্দন
অঙ্গের বসন খসাইল নারীগণ ।
আসিয়া মুনির পুত্রে কেহ করে কোলে
কেহ২ দেয় চুম্ব বদন কমলে ।
মুনি লইয়া করে সভে হাস্য পরিহাস
দেখিয়া মুনির পুত্র হইল উল্লাশ ।
কতক মন ভুলাইল স্তন পরশনে
কতক মন ভুলাইল ভক্ষ্য দ্রব্যপানে ।

মুনি বলে এই ফল যথা গেলে পাই
সঙ্গে করি লহ মোরে সঙ্গে চলে যাই ।
বুড়ি বলে আজি যদি লইয়া যাব আমি
কোপে ভস্ম করে পাছে বিভাণ্ডক মুনি ।
আজি পিতা পুত্রে থাকুক একত্তরে
সকল কথা এলে মুনি কহিবে বাপেরে ।
পুত্র বলিয়া যদি স্নেহ থাকে মনে
তবে কালি তপস্যায় না যাবে তপোবনে ।
পুত্র এড়ি যায় যদি তপস্যার তরে
তবে কালি লৈয়া যাব মুনির কুমারে ।
এই যুক্তি বুড়ি ভাবিয়া মনেমনে
কহিতে লাগিল সেই মুনির নন্দনে ।
বুড়ি তপোবনে বসে বলে মহামুনি
শিষ্যের আশ্রম আর দেখে আসি আমি ।
বলিতে লাগিল তারে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি
তোমার সেবক হইয়া সঙ্গে যাব আমি ।
আমারে এড়িয়া যদি তোমরা যাবে দেশে
ব্রহ্মহত্যা হবে তবে মরিব হুতাসে ।

মুনি বলে এক্ষন বাপু ঘরে থাক তুমি
সন্ধ্যাকালে তোমারে লইয়া যাব আমি।
এতেক বলিয়া মুনি থুইয়া নিজ ঘরে
সকল নারীগন চড়ে নৌকার ওপরে।
সূর্য্য অস্ত গিয়া যখন বসিল পশ্চিমে
মুনি বলে না আইল যত ঋষিগনে।
কানের সোনা হারাইলাম অঞ্চলের নিধি
বুঝিলাম আমারে বঞ্চিত হইল বিধি।
কান্দিতে২ মুনি বৈসে বৃক্ষতলে
বিভাণ্ডক তপস্যা করি আইল হেন কালে।
পুত্রেরে দেখিল মুনি বিচলিত মন
মুনি বলে কেন বাপু করিছ ক্রন্দন।
ঋষ্যশৃঙ্গ বলে আগে খাও ফল জল
আজিকার সুখের কথা কহিব সকল।
ফল জল খাইয়া মুনির সুস্থ হইল মন
পিতা পুত্রে কথা বার্ত্তা কন দুই জন।
তুমি যেই গেলে বাপা তপস্যার তরে
স্বর্গ হইতে ঋষিগন আইল মোর ঘরে।

এমত ফল খাই নাহি যাবৎ জনম
এত রূপ দেখি নাহি এ তিন ভুবন।
কত বা ছান্দেতে জটা ধরেছে মাতায়
কত বা পুষ্পের মালা গাঁথিয়া দিল তায়।
কি জাতি মৃত্তিকার ফোটা সোভেত কপালে
প্রভাতের ভানু যেন ভুবনমণ্ডলে।
কি জাতি বৃক্ষের ফল সভার গলাতে
শ্বেত পীত রত্ন কত লেগেছে তাহাতে।
তেমত নাহি দেখি বাপু গাছের বাকল
শ্বেত রত্ন মেঘডম্বুর রক্ত পীত নীল।
কি জাতি বৃক্ষের লতা সভাকার হাতে
মনি মানিক কত গাঁথা আছেত তাহাতে।
পরম ব্রাহ্মন সভার লোম নাহি মুখে
তুলার সমান দুটা মাংসপিণ্ড বুকে।
তাহে যদি হস্ত করাই পরশন
স্বর্গবাস হাতে পাই হেন লয় মন।
হাসিলেন মুনি শুনি পুত্রের বচনে
স্ত্রী পুরুষ আমার পুত্র কভু নাহি জানে।

বিভাণ্ডক বলে বাপু তারা স্ত্রীগণ
কামাচারী রাক্ষসী তারা বেড়ায় বনেবন।
মোর পুন্যে প্রান বাপু রাক্ষেছে তোমারে
লাগি পাইলে ধরে খাবে না পাবে নিস্তারে।
ঋষ্যশৃঙ্গ বলে বাপু না কহ এমন
এমন দয়াল নাই এ তিন ভুবন।
কালি যদি বিধি মিলায় তা সভারে
এক্ষনি বিদায় আমি কহিনু তোমারে।
সারা রাত্রি ছিল মুনি পুত্র লৈয়া ঘরে
তথাপি বুঝাতে মুনি নারিল পুত্রেরে।
রাত্রি প্রভাত হৈল রবির কিরন
পুত্র লইয়া মুনি ভাবেন মনেমন।
যদি আমি ঘরে থাকি পুত্র করি সাধ
ধর্ম্ম নষ্ট হবে মোর তপস্যা হবে বাদ।
কার স্ত্রী কার পুত্র সব অকারন
সংসার অসার সব সত্য নারায়ন।
পুত্রেরে প্রবোধ করি ঘরে থুয়ে মুনি
কার সঙ্গে কথা বর্ত্তা না কহিও তুমি।

তাম্রের বাটি হাতে নিল তুলিল তুলসী
তপস্যা করিতে গেল বিভাণ্ডক ঋষি।
বুড়ি বলে বুড়া মুনি ছাড়ি গেল ঘর
সত্বে চল আনি গিয়া মুনির কোঙর।
তাল করতাল বীনা কেহ পুরে বাঁশি
মুনির কাছেতে আইল সকল রূপসী।
দরিদ্র পাইল যেন হারাইলে ধন
ব্যস্ত হৈয়া ধরে মুনি বুড়ির চরণ।
আমারে এড়িয়া কালি গেলে পলাইয়া
সারা রাত্রি কান্দিয়াছি তোমার লাগিয়া।
সেই জল দেহ মোরে করিব ভক্ষণ
সঙ্গে করি লৈয়া যাহ করিব গমন।
সকল লোকেতে বুঝে কীর্ত্তিবাসের বাণী
স্ত্রীর বোলে ভুলে গেল ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি।

কোলে করি বসাইল নৌকার উপর
বাহ বাহ বলিয়া বুড়ি ডাকিছে সত্বর।

নৌকা বাহিয়া যায় মুনি নাহিক জানে
ঋষ্যশৃঙ্গ বলে বৈস আছে ব্যাঘ্র বনে।
লোমপাদের রাজ্যে যেই দিন দরশন
অনাবৃষ্টি ছিল বৃষ্টি হইল তখন।
লোমপাদ জানিল মুনির আগমন
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া নিল মুনির নন্দন।
লোমপাদের কন্যা নাই পুত্র বিস্তরে
দশরথের কন্যা বিভা দিলেন তাহারে।
দশরথের কন্যা তথা শান্তা যার নাম
সেই কন্যা রাজা মুনির তরে দিল দান।
সম্বন্ধে হৈয়াছেন রাজা তোমার জামাই
সেই মুনি আন গিয়া লোমপাদের ঠাঁই।
দশরথ বলে কহ২ পাত্র নায়ক
পুত্রশোকে কেমনে প্রাণ ধরিল বিভাণ্ডক।
যেই দেশে হয় ঋষ্যশৃঙ্গের উপাখ্যান
অনাবৃষ্টি ঘুচে দেশে হয়ত কল্যান।
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব অনুপম
আনন্দে বসিয়া সব শুন রামনাম।

সুমন্ত্র বলেন শুন রাজা দশরথে
মুনিরে রাখিয়া বুড়ি লাগিল কহিতে।
বুড়ি বলে লোমপাদ শুন মোর বাণী
ভুলাইয়া মুনিপুত্র আনিয়াছি আমি।
যদি শাপ দেয় কোপে বিভাণ্ডক ঋষি
রাজ্য সহিত তুমি হবে ভস্মরাশি।
তার ঠাঁই যদি তুমি পাবে পরিত্রাণ
পথেতে করিয়া রাখ বড় গ্রাম স্থান।
গরু মহিষ প্রজা রাখহ সত্বর
গীত বাদ্য নৃত্যোৎসব হউক নিরন্তর।
গীত বাদ্য দেখিয়া তখনি তপোধন
যত ক্রোধ হইয়া থাকে হবে পাসরণ।
বুড়ির বচন রাজা না করিল আন
পথে পথে করে গ্রাম বড় বড় স্থান।
ঋষ্যশৃঙ্গের গ্রাম বলিয়া তার নাম
সর্ব্ব শস্যযুত পুরী দিব্য দিব্য গ্রাম।
ঋষ্যশৃঙ্গ রহিলেন লোমপাদের ঘরে
বিভাণ্ডক তপস্যা করি আইলেন কুটিরে।

আর দিন ঘরে হৈতে শুনি বেদধ্বনি
সে দিন না পাইয়া শব্দ আকুল হৈল মুনি।
আকুল হইয়া মুনি দাণ্ডাইল তথা
কান্দিয়া বলেন বাপু ঋষ্যশৃঙ্গ কোথা।
তপস্যা করিয়া বাপু আমি আইলাম ঘরে
হেতা আসি কথা কহ দুঃখ যাক দূরে।
বলিতেং গেল কুটিরের দ্বারে
পুত্রং বলি ডাকে পুত্র নাই ঘরে।
কমুণ্ডলু আচাড়িয়া ফেলে ভূমিতলে
অচৈতন্য হৈল মুনি পড়ে বৃক্ষতলে।
ক্ষনেক রহিয়া চেতন পাইলেন মুনি
ঋষ্যশৃঙ্গ বলে কান্দে ডাকয়ে অমনি।
অপত্যের স্নেহসমান নাহিক সংসারে
যাহারে দেখেন মুনি জিজ্ঞাসেন তারে।
মুনি বলে আছ বনে যত তরু লতা
দেখেচ তোমরা আমার বাছা গেল কোথা।
মৃগ পক্ষীর তরে মুনি লাগিল সুধাঁতে
তোমরা দেখেচ মোর ঋষ্যশৃঙ্গে যাতে।

কান্দিয়াং যান বিভাণ্ডক মুনি
কত দূর গিয়া পাইল গ্রাম একখানি।
সকল লোকেরে মুনি শোকেতে সুদীন
কোন রাজার গ্রাম এই কহ বিদ্যমান।
যোড় হাত করে প্রজাগন কন বানী।
ঋষ্যশৃঙ্গের গ্রাম ইহার ঠাকুর তিনি।
লোমপাদ কন্যা তাঁকে দিয়াছে কৌতুকে
গ্রাম পশু অশ্ব গজ দিয়াছে যৌতুকে।
এই কথা কহিলেন যত প্রজাগন
ক্রোধ মন গেল মুনির অতি হৃষ্ট মন।
সংসার করিতে পুত্র করেছেন সাধ
তাঁর কুশল শুনে মুনির খণ্ডিল বিশাদ।
ওথা অপুত্রক রাজা অজের নন্দন
ঋষ্যশৃঙ্গ করিবেন যজ্ঞ আরম্ভন।
আমারে আমন্ত্রণ করিবেন দশরথে
সেই কালে হবে দেখা পুত্রের সহিতে।

এতেক ভাবিয়া মুনি গেল নিজ বাস
আদি কাণ্ড রচিল পণ্ডিত কিত্তিবাস।

দশরথের তরে সুমন্ত্র এই কথা বলে
মুনিকে আনিতে রাজা দশরথ চলে।
শীঘ্রগতি গেল রাজা লোমপাদের ঘরে
চতুরঙ্গ সঙ্গে রাজা হরিষ অন্তরে।
দশরথের পাইয়া বার্ত্তা লোমপাদ রাজা
রাজ উপচারে রাজা তারে করে পূজা।
মিষ্ঠান্ন দিয়া রাজা করাইল ভোজন
কোন কার্য্যে হইয়াছে তোমার আগমন।
দশরথ বলে রাজা শুন মোর বাণী
আমার বাটী লইয়া চল ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি।
অন্ধকের শাপ আছয়ে অতীত কালে
পুত্রবান হইব আমি ঋষ্যশৃঙ্গ গেলে।
এত যদি কহিলেন রাজা দশরথে
লোমপাদ লইয়া গেল মুনির সাক্ষাতে।

প্রণাম করিয়া রাজা যোড় করে হাতে
লোমপাদ পরিচয় লাগিল কহিতে।
দশরথ এই রাজা শুনেছ আখ্যান
তুমি কৃপা কর যদি হয় পুত্রবান।
সতী কন্যা বিভা আমি দিয়াছি তোমারে
সেই কন্যা জন্মিয়াছিল এই রাজার ঘরে।
ইহার জামাতা তুমি ইনি হন শ্বশুর
অপুত্রক তাপিত বড় তাপ কর দূর।
ধ্যানে জানিয়া মুনি মনেং হাসে
ইহার ঘরে বিষ্ণু জন্মিবেন চারি অংশে।
অন্ধক মুনির কথা কভু নহে আন
এতেক জানিয়া মুনি করিল পয়ান।
কন্যা জামাতা লৈয়া চাপে নিজ রথে
অযোধ্যায় আইল রাজা লোমপাদসাতে।
দেখে মুনি ঋষ্যশৃঙ্গ যত হৃষ্ট প্রজা
নির্ম্মঞ্ছন করে মুনির সভে করে পূজা।
বশিষ্ঠ আদি আইল সকল মুনিগন
ঋষ্যশৃঙ্গ বলে কর যজ্ঞ আরম্ভন।

অশ্বমেধ যজ্ঞ রাজা বিষ্ণু আরাধিন
যত মুনিগন রাজা কর নিমন্ত্রন।
দশরথের নিমন্ত্রন গেল দেশে২
নিমন্ত্রন পাইয়া যত মুনিগন আইসে।
অগস্ত্য আগস্ত্য আইল পৌলস্ত্য পুলোম
বৈশম্পায়ন আইল দুর্ব্বাসা গৌতম।
জৈমিনি গৌতম শিলিলি পরাসর
পুলহ কৌশিলা আইল নিশাকর।
মরিচি মুনি আইল ভরথ ভরদ্বাজ
অষ্টাবক্র মুনি আইল কুর্ম্ম দক্ষরাজ।
গর্গ মুনি দধিচি আইল সুরভী
পুজে রাজা মুনিগন বাড়ে মনে রুচী।
পাতালের আইল কপিল রাজর্ষি
সগরবংশ যেই করিল ভস্মরাশি।
বেদবান চক্রবান আইল সাবর্নি
জলের ভিতরের মুনি আইল মৎস্যাকর্ন।
সনক সনাতন আইল সনন্দকুমার
সৌভরি মুনি আইল বিষ্ণু অবতার।

যমুনার কুলে থাকি আইল বাল্মীকি
কশ্যপের পুত্র আইল নাম বিভাণ্ডক।
কতেক আইল মুনি নাম নাহি জানি
দশরথের যজ্ঞে আইল তিন কোটি মুনি।
তিন কোটি মুনি যারে বেদেতে বাখানি
বেদ পড়িতে মুখে বেরায় অগিনি।
পৃথিবীতে কেহ আছে এক পদে ভর
কেহ অনাহারে আছে সহস্র বৎসর।
মাতায় কপিল জটা কৌপীন পরিধান
নারায়ন কথা বিনা মুখে নাহি আন।
এমন আইল তথা তিন কোটি মুনি
ইহার সঙ্গে কত শিষ্য সংখ্যা নাহি জানি।
মুনিগনের তরে রাজা দিলেন বাসাঘর
পৃথিবীর রাজা আইসে অযোধ্যা নগর।
মিথিলার আইল জনক রাজর্ষি
মল্ল মহারাজ আইল রাজ্য যার কাশী।
অঙ্গ দেশের রাজা আইল লোমপাদ নাম
বঙ্গ দেশের রাজা আইল নীলদলশ্যাম।

মরিচিপুরের রাজা ভোগপুরন্দর
চম্পাপুর হইতে আইল চম্পের ঈশ্বর।
তৈলঙ্গের রাজা আইল তেজের নাহি সীমে
আটাশি কোটি আইল ছাড়িয়া পশ্চিমে।
মাগধি মগধি আইল গান্ধার করনাট
লক্ষ কোটি রাজা আইল ছাড়িয়া গুজরাট।
ওদয়গিরি অস্তগিরি যত্ত রাজা বৈসে
দশরথের নিমন্ত্রনে সব রাজা আইসে।
যত২ রাজা আইসে পৃথিবীমণ্ডল
ওদয়গিরি ছাড়িয়েত আইল সকল।
মেদিনীভুবনে বৈসে যত রাজাগন
নানা রঙ্গে আইসে সব সঙ্গে সেনাগন।
একে২ কহিতে নাম অনেকে নহে শক্য
রাজা যত আইল আটাশি কোটি লক্ষ।
এত রাজা আইল দশরথের গোচরে
রাজচক্রবর্ত্তী রাজা সভার ওপরে।
আসিয়ে করিল সভে দশরথে দেখা
দিলেন বৎসরের কর সমুচিত লেখা।

ঘৃত হীন আনেছিল রাখিল ভাণ্ডারে
প্রত্যেক২ বাঁধা দিল সভাকারে।
যজ্ঞ করিলেন রাজা শরযূর তীরে
মুনিগন গেলেন রাজার যজ্ঞশালে।
আশি যোজন ঘর দেখিতে দীর্ঘন
দশ যোজন সেই আছে পরিসর।
চারি ক্রোশ বান্ধিয়াছে যজ্ঞের মেখলা
তাতেতে শতেক যোজন সেই যজ্ঞশালা।
মুনিগন বৈশে গিয়া ঘরের ভিতর
যজ্ঞের আরম্ভ করেন সেই শুভ কাল।
মুনিগন কৈল আগে স্বস্তি বাচন
সংকল্প করিল তবে অজের নন্দন।
দাণ্ডাইল দশরথ যোড় করি হাত
কহিতে লাগিল সব মুনির সাক্ষাত।
ছোট বড় মুনি আমি জানিব কেমনে
আজ্ঞা কর কারে আগে করিব বরনে।
ঋষ্যশৃঙ্গ বলে বিভাণ্ডকের নন্দন
আগেতে করহ মুনি বশিষ্ঠের বরন।

ব্রহ্মার বেটা আর কুলপুরোহিত
ওহার বরণ আগে শাস্ত্রের বিহিত।
বশিষ্ঠে বরিয়ে আগে ঘুচাও অভিমান
বড় ছোট কেহ নহে সকলি সমান।
ভাল ভাল বলিয়ে সকল মুনি বলে
বস্ত্র অলঙ্কার রাজা দিলেন সকলে।
সকল মুনি এক কালে কৈল বেদধ্বনি
বেদ পড়িতে মুখে বেরায় অগিনি।
সেই অগ্নি পবিত্র করিল মুনিগণ
অগ্নির কুণ্ডেতে নিয়ে করিল স্থাপন।
আতব তণ্ডুল তিল যব রাশিং
একেং দিল ঘৃত সহশ্র কলসি।
এক বৎসর যজ্ঞ করে রাজা দশরথে
দেবতার ভয় হোথা হইল স্বর্গেতে।
বিশ্বস্রবার বেটা রাজা দশানন
বিষয় দিয়া লঙ্কাতে দটায় দেবগণ।
ইন্দ্র বলেন ব্রহ্মা কোন বুদ্ধি করি
এই কালে জন্ম কিসে লবেন শ্রীহরি।

পুত্রের লাগিয়ে দশরথ যজ্ঞ করে
তার পুত্র হৈলে তবে দশানন মরে।
এই যুক্তি করিয়া যতেক দেবগন
ক্ষীরোদ সমুদ্র গেল যথা নারায়ন।
চারি মুখে ব্রহ্মা গিয়া করেন স্তবন
কত নিদ্রা যান প্রভু দেব নারায়ন।
পদতলে লক্ষ্মী দেবী করেন স্তবন
অনন্তশয্যায় শুইয়াছেন ভগবান।
সকল দেবতা গিয়া দণ্ডাইল কুলে
ধবল শরীর যেন না যান মিসালে।
শুইয়াছেন ভগবান অনন্ত উপরে
বাসুকি সহস্র ফনা ধরিয়া উপরে।
সেবকের প্রতি প্রভু কর অবধান
তোমার নিদ্রায় নিদ্রা জাগিলে জাগিরন।
বিপত্তি কর দুর প্রভু শ্রীমধুসূদন
চারি মুখে ব্রহ্মা যদি করিল স্তবন।

ক্ষীরোদে উঠিয়া যে বসিল নারায়ণ
চারি দিগে দেখিলেন যত দেবগণ।
বসিয়া প্রভু ভগবান কৈল এক শব্দ
সেই শব্দে হইল শ্লোক চারিপদ যুক্ত।
বসিয়া চাহিল প্রভু দেব ভগবান
মলীন দেখিল সব দেবের বদন।
মলীন দেখিয়া জিজ্ঞাসেন নারায়ণ
তোমা সভাকার শত্রু হইল কোন জন।
ব্রহ্মা বলেন শুন দেব পুরন্দর
তুমি গিয়া কহ কথা প্রভুর গোচর।
আমি বর দিয়াছি রাবনের তরে
তুমি গিয়া কহ দুঃখ প্রভুর গোচরে।
দেবগুরু বৃহস্পতি যোড় করি হাত
প্রভুর আগেতে গিয়া কৈল দণ্ডবত।
অবধান করহ ঠাকুর ভগবান
আগেতে জানাই যত দেবতার মান।
আগম নিগম তুমি বেদ পুরান
অনাথের নাথ তুমি কর পরিত্রান।

বিশ্বস্রবার বেটা রাজা দশানন
লঙ্কাপুরী পাইল কুম্ভেরে করি আরাহিন।
তার তেজে স্বর্গে দেব রহিতে না পারি
দেবগনে বলে মারি দেয় টিটকারি।
যমের ঘুচাইল প্রভু যত অধিকার
সুর্যের ওদয় নাই পৃথিবীভিতর।
চন্দ্রের কতেক কব নাহি তার জ্যোতি
দশ হাজার বৎসর স্বর্গে অন্ধকার রাতি।
বরুনের ঘুচিল আগারি যত জল
অগ্নি নির্ব্বান হৈল নাহিক প্রবল।
কুবের বন হরিলেক পাইয়া তরাস
গ্রহগনের অধিকার হইল বিনাশ।
পবন বায়ু সম্বরিল পাইয়া মহাভয়
সমুদ্রের বেগগতি মন্দ২ বয়।
নারদ ছাড়িল বীনা বীনায় ছাড়ে গীত
অমঙ্গল স্বর্গে যত হৈল বিপরিত।
বসন্ত আদি অধিকার ছাড়িল ছয় ঋতু
নিত্য ভয় পাই সব রাবনের হেতু।

ব্রহ্মার বরেতে সভে হইল দুর্জ্জয়
তারে বর দিয়া ব্রহ্মা আপনি পাইল ভয়।
ব্রহ্মার বর পাইয়া লঙ্ঘে ব্রহ্মার বচন
স্বর্গ হৈতে খেদাড়িয়া দিল দেবগন।
কাড়িয়া লৈয়া গেল যত দেবের কন্যারে
কত অপমান সহে দেবের শরীরে।
ত্রিভুবনে রহিতে নাহি কোথায় স্থান
যথা যাই তথা রাবন করে অপমান।
নিবেদন মহাশয় তোমার চরনে
আপনি বধিয়া রাবন রাখ দেবগনে।
শুনিয়া প্রভুর ক্রোধ বাড়িল অন্তরে
ঘৃত পাইয়া অগ্নি যেন বাড়িল অঙ্কুরে।
বিনতানন্দনে হরি করিল স্মরন
চক্র হাতে লৈয়া পক্ষে করে আরোহন।
স্বর্গবাসে থাক সভে ভয় নাই আর
রাবনেরে এই আমি করি গিয়া সংহার।
গরুড়ে চড়িয়া যখন চলিল জগন্নাথ
এই কালে দাণ্ডাল ব্রহ্মা প্রভুর সাক্ষাত।

আমি বর দিয়াছি প্রভু রাবনের তরে
এই কালে গেলে প্রভু রাবন নাই মরে।
নরের উদরে যদি লহগা জনম
নর বানরের হাতে তাহার মরন।
প্রভুর সাক্ষাতে ব্রহ্মা কহে এই কথা
জন্মের নামেতে প্রভুর হেট হৈল মাতা।
বর দেবার বেলা ব্রহ্মা হন আগুয়ান
বিপত্তি পড়িলে বলে রাখ ভগবান।
কতবার দুঃখ পাব ললাটে লিখন
পৃথিবীতে যাব স্বর্গ করিয়ান যতন।
হাতে অস্ত্রে সূর্য্য দেব লঙ্কার দ্বারি
ইন্দ্র মালা গাঁথিয়া দেন চন্দ্র ছত্রধারী।
আপনিত অগ্নি দেব করেন রন্ধন
মন্দ২ বাতাস তারে করেন পবন।
বরুন বহিয়া জল দেন নিতি নিতি
গৃহ মার্জ্জনা করেন আপনি বসুমতী।

যমের কথা শুনিলে তোমার হবে হাঁস
রাবনের কাটিয়া দেন ঘোড়া হাতির ঘাষ।
শনির দৃষ্টে ত্রিভুবন ভস্ম হৈয়া ওড়ে
কাপড় ধুইয়া দেন কনক লঙ্কাপুরে।
জগতের কর্ত্তা আমি ব্রহ্মা মহামুনি
লঙ্কার ভিতরে চাওয়ালে পড়াই আমি।
রাবনের সাক্ষাতে বেদ গাএন নারদ
ত্রিভুবন জিনি রাবন করিছে সম্পদ।
জন্ম ৈলতে তুমি যদি হইলে কাতর
আপনার সৃষ্টি সকল লহ চক্রধর।
আর ব্রহ্মা আর ইন্দ্র করহ সৃজন
আপনার সৃষ্টি সব লহ নারায়ন।
এতেক বলিল ব্রহ্মা করুন বচন
ভক্তবৎসল প্রভু না হইল আন।
কহ২ ব্রহ্মা ওপায় বল মোরে
কোন বংশেতে আমি জন্মিব কার ঘরে।
কাহার ওদরে আমি লভিব জনম
আমারে বা পুত্র বলিবে কোন জন।

ব্রহ্মা বলেন জন্ম লবে দশরথের ঘরে
সূর্য্যবংশেতে জন্ম কৌশল্যা ওদরে।
ব্রহ্মার বচনে বলেন চক্রপানি
দশরথ কৌশল্যা তাহাকে আমি জানি।
পূর্ব্বে আমার সেবা করেছে বিস্তরে
তোমা হেন পুত্র আমি হৈব ওদরে।
নরের গর্ব্ভেতে আমি লভিব জনম
বানরীর গর্ব্ভেতে জন্মগা দেবগন।
আমি নর হই তোমরা হওত বানর
রাবন মারিতে যেন হইও দোষর।
ব্রহ্মা বলেন আগে জন্ম লহ নারায়ন
পদতলে পড়ি লক্ষ্মী যুড়িল ক্রন্দন।
তোমার অবতার হবে পৃথিবীমণ্ডলে
তোমা দরশন আমি পাব কত কালে।
আমারে ছাড়িয়া কোথা যাহত শ্রীহরি
গর্ব্ভযন্ত্রনা আমি সহিতে না পারি।
লক্ষ্মীর রোদনে কান্দেন চক্রপানি
বল দেখি লক্ষ্মী কোথা যুগ্র পাব আমি।

শুনিয়া প্রভুর কথা ব্রহ্মা মুনি বলে
শুনি নাই গেলে কি রাবন রাজা মরে।
অযোনি সম্ভবা তুমি জন্ম হবে চাসে
জনকের ঘরে জন্ম মিথিলার দেশে।
এতেক বলিল যদি ব্রহ্মা তপোধন
আদি কাণ্ড গাইল কীর্ত্তিবাস বিচক্ষণ।

নারায়নের জন্মকথা থাকুক এই খানে
আগেতে কহিব এই লক্ষ্মীর জনমে।
যেখানেতে বেদবতী ছাড়িল জীবন
সেইখানে হৈল দিব্য মিথিলা ভুবন।
তার রাজা হইল জনক নামে ঋষি
পুত্রের কারনে রাজা যজ্ঞভূমি চষি।
হাথে লাঙ্গলে রাজা চাসভূমি চসে
উর্ব্বসী চলিয়া যায় উপর আকাশে।
তাহা দেখে জনক হৈল কামেতে মোহিত
আচম্বিতে ঋষির বীর্য্য হইল স্খলিত।